হয়। আমদানি শুল্কের তুলনায় কোটার ক্ষেত্রে অধিকতর মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে। আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা রাজস্ব আদায় করেন। ফলে জনসাধারণের হাত থেকে কিছুটা ক্রয় ক্ষমতা অপসারিত হয়। কিন্তু কোটার ক্ষেত্রে এরূপ প্রভাব না থাকার জন্য কোটার ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি বেশি ঘটে থাকে। এজন্য কিন্ডল্‌-বার্জার বলেছেন, "Quotas pour fuel on the inflationary flames, while tariffs bring in revenue which removes inflammable material from the fire."

কোটা ব্যবস্থায় বাজারের শক্তিগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করে না। কে আমদানি করবে বা কতটা আমদানি করবে সেটি সরকারের আমলাদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কোটা ব্যবস্থায় যারা আমদানির লাইসেন্স পাবে, তারা বেশি মুনাফা ভোগ করতে পারবে। কাজেই আমদানি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আমদানিকারীরা আমদানি লাইসেন্স প্রদানের অধিকারীদের ঘুষ দিতেও রাজি থাকবে। এইভাবে কোটা ব্যবস্থা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে যদিও আমদানি শুল্কের তুলনায় কোটার কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে কিন্তু কোটা অধিকতর ক্ষতিকারক। সেইজন্য আমদানি শুল্ক এবং কোটার মধ্যে বেছে নিতে হলে আমদানি শুল্ককেই বেছে নেওয়াই উচিত। যখন আমদানি শুল্ক বসিয়ে কোন ফল হয় না, তখনই কেবলমাত্র আমদানি কোটার আশ্রয় নেওয়া উচিত।

12.10 | লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব (Balance of Payments Accounts)

যখন কোন একটি দেশ অন্য দেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, তখন এই দেশের সঙ্গে অন্য

দেশের নানা ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের অধিবাসীরা অন্য দেশে দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করতে পারে বা অন্য দেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করতে পারে। এক দেশ অন্য দেশকে কোন কিছু দান করতে পারে বা অন্য দেশ থেকে দান গ্রহণ করতে পারে। এক দেশ অন্য দেশকে ঋণ দিয়ে থাকে বা অন্য দেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এইভাবে একটি দেশের সাথে পৃথিবীর অন্য দেশের নানা ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। **কোন দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাব বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের ধারাবাহিক হিসাব।** ("The balance of payments account is a systematic record of all economic transactions during a period of time between the residents of the reporting country and the residents of the rest of the world".) এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাব সকল সময়েই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরি হয়ে থাকে। সাধারণত এক বছরকে আমরা এই নির্দিষ্ট সময় হিসাবে নিয়ে থাকি। তাছাড়া বৈদেশিক লেনদেনের এই হিসাব কোন একটি দেশের জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে। দেশের ধারণাটি একটি রাজনৈতিক ধারণা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে এক একটি রাষ্ট্রকে আমরা এক একটি দেশ হিসাবে গণ্য করে থাকি। একটি বছরের মধ্যে একটি দেশের অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অসংখ্য প্রকার লেনদেন করে থাকে। এই সমস্ত লেনদেনকে যদি একটি হিসাবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে হিসাবের তালিকাটি খুব দীর্ঘ হয়ে পড়ে। সেজন্য সমস্ত লেনদেনকে হিসাবের তালিকায় আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশ না করে এই লেনদেনগুলিকে আমরা উপযুক্তভাবে শ্রেণিবিভাগ করে এবং সমষ্টি করে তাদের প্রকাশ করে থাকি।

যেহেতু সমস্ত লেনদেনকে হিসাবের মধ্যে আলাদাভাবে দেখানো সম্ভব নয়, সেজন্য লেনদেনগুলিকে কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। একই ধরনের লেনদেনগুলিকে যোগ করে একটি সমষ্টি হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন কোন একটি বছরের মধ্যে কোন একটি দেশের অধিবাসীরা নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করে থাকে। বিভিন্ন অধিবাসীর রপ্তানি আলাদা ভাবে হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে সমস্ত ব্যক্তির সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানিকে যোগ করে একটি দফা (item) হিসাবে এই হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই হিসাবের দুটি দিক থাকে। একটি দিককে বলে পাওনার দিক (Credit side) এবং একটি দিককে বলে দেনার দিক (Debit side)। পাওনার দিকে সেই লেনদেনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার ফলে দেশ, বিদেশের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পেতে পারে। অন্যদিকে দেনার দিকে সেই লেনদেনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার ফলে দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা দিতে হবে।

নীচে একটি কাল্পনিক লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাবের খসড়া দেখানো হল।

সারণি-1

লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব

পাওনা (Credits)		দেনা (Debits)	
1. দৃশ্য রপ্তানি (বা দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানি)	500	5. দৃশ্য আমদানি (বা দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি)	600
2. অদৃশ্য রপ্তানি (বা সেবাকার্যের রপ্তানি)	200	6. অদৃশ্য আমদানি (বা, সেবাকার্যের আমদানি)	100
3. প্রতিদানহীন বা হস্তান্তর পাওনা (দান ইত্যাদি)	100	7. প্রতিদানহীন বা হস্তান্তর দেনা (দান ইত্যাদি)	200
4. মূলধনি পাওনা (বিদেশীদের কাছ থেকে ঋণ, বিদেশীগণ কর্তৃক ঋণ পরিশোধ, বিদেশীদের কাছে সম্পত্তি বিক্রি ইত্যাদি)	400	8. মূলধনি দেনা (বিদেশীদের প্রদত্ত ঋণ, বিদেশের কাছ থেকে নেওয়া অতীত ঋণ শোধ, বিদেশীদের কাছ থেকে সম্পত্তি কেনা ইত্যাদি)	300
মোট পাওনা	1200	মোট দেনা	1200

এই হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাবে চারটি প্রধান শ্রেণি রয়েছে। পাওনার দিকে এই চারটি শ্রেণি হল ঃ (1) দৃশ্য রপ্তানি (Visible exports or Exports of goods), (2) অদৃশ্য রপ্তানি অর্থাৎ সেবাকার্যাদির রপ্তানি (Invisible exports or Exports of services), (3) প্রতিদানহীন পাওনা (Unrequited receipts) এবং (4) মূলধনি পাওনা (Capital receipts)। তেমনি দেনার দিকে এই চারটি হল যথাক্রমে ঃ (5) দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি বা দৃশ্য আমদানি (Visible imports or Imports of goods), (6) সেবাকার্যাদির আমদানি (Invisible imports or Imports of services), (7) প্রতিদানহীন দেনা (Unrequited payments), (8) মূলধনি দেনা (Capital payments)। এই চারটি বিষয় নিয়ে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব।

উপরের তালিকায় এক নম্বর দফার মধ্যে যে সমস্ত লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করছি সেটি দৃশ্য রপ্তানি অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানি। যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানি চোখে দেখা যায় সেই সমস্ত রপ্তানিকে আমরা দৃশ্য রপ্তানি বলে থাকি। রপ্তানি বলতে অবশ্য আমরা রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যকেই ধরে থাকি। তেমনি পাঁচ নম্বর দফায় আমরা যে লেনদেনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি তার মধ্যে রয়েছে দৃশ্য আমদানি অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি। দেশ যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করছে তাদের মূল্যকেই আমরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। দু' নম্বর দফার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি সেই লেনদেনগুলিকে যাদের বলা হয় অদৃশ্য রপ্তানি অর্থাৎ সেবামূলক কার্যাদির রপ্তানি। বিদেশীদের কাছে সেবাকার্য বিক্রি করার ফলে বিদেশীদের কাছ থেকে কোন দেশের যে পাওনা হয় তাকেই অদৃশ্য রপ্তানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন ধরা যাক, ভারতের কোন জাহাজে বিদেশীরা মালপত্র নিয়ে গেল এবং তার ফলে ভারতের জাহাজ কোম্পানি বিদেশীদের কাছ থেকে মাশুল বাবদ কিছু অর্থ পেল। এখানে জাহাজটি বিক্রি করা হচ্ছে না। জাহাজটির সেবাকার্য বিদেশীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। সুতরাং ভারতের জাহাজ ব্যবহার করার ফলে বিদেশীরা যে মাশুল দিচ্ছে সেটিকে ভারতের অদৃশ্য রপ্তানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তেমনি বিদেশীরা যদি ভারতে ভ্রমণ করতে আসে তাহলে বিদেশীরা যে অর্থ ব্যয় করে সেটিকেও ভারতের অদৃশ্য রপ্তানি বলা যেতে পারে। বিদেশী ভ্রমণকারীদের ভারত কিছু সেবাকার্যাদি দিচ্ছে এবং তার বিনিময়ে বিদেশীরা এই অর্থ ভারতকে দিচ্ছে। এটিকেও আমরা অদৃশ্য রপ্তানি বলতে পারি। তেমনি ভারত যদি বিদেশকে অর্থ ধার দিয়ে থাকে তাহলে সেই অর্থ বাবদ যে সুদ পাওয়া যাবে সেটিও অদৃশ্য রপ্তানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার ভারতের কোন অধিবাসী যদি বিদেশের কোন কোম্পানির শেয়ার কিনে থাকে এবং সেই শেয়ারের উপর যদি ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশও ভারতের অদৃশ্য রপ্তানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে ছয় নম্বর দফার মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য আমদানি বা সেবাকার্যাদির আমদানি। এর উদাহরণ বিদেশের জাহাজ ব্যবহার করার জন্য বা বিদেশি বিমা কোম্পানি বা বিদেশি ব্যাঙ্কিং কোম্পানিকে দেবার জন্য বা ভারতের অধিবাসীদের বিদেশ ভ্রমণ করার জন্য, বা বিদেশি মূলধনের ডিভিডেন্ড দেওয়ার জন্য ভারতকে যে সমস্ত পাওনা মেটাতে হয় সেগুলি। এগুলিকে অদৃশ্য আমদানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

তিন নম্বর দফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রতিদানহীন পাওনা। এগুলিকে হস্তান্তর পাওনা (Transfer receipts) ও বলা যেতে পারে। এগুলি সেই ধরনের পাওনা যার বিনিময়ে দেশকে কোন কিছু দিতে হচ্ছে না। যেমন ভারতের কোন অধিবাসী যদি বিদেশে বসবাসকারী কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে কোন দান গ্রহণ করে বা, ভারত সরকার যদি বিদেশি কোন সরকারের কাছ থেকে কোন দান পেয়ে থাকেন বা ভারত সরকার যদি কোন বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে কোন দান পেয়ে থাকেন যেটি আর ফেরত দিতে হবে না সেগুলি হবে এই ধরনের প্রতিদানহীন পাওনার অন্তর্গত। এই ধরনের পাওনা যখন ভারত গ্রহণ করে তার বিনিময়ে ভারতকে কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যাদি রপ্তানি করতে হয় না। প্রতিদানহীন পাওনার অপর একটি উদাহরণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সেটি জার্মানির প্রতিদানহীন দেনা কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রতিদানহীন পাওনা। সাত নম্বর দফার মধ্যে এই ধরনের প্রতিদানহীন দেনাকে

আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে রয়েছে সেই দেনাগুলি যেগুলি দেশকে মেটাতে হবে এবং যার বিনিময়ে বিদেশ থেকে কোন দ্রব্য বা সেবাকার্যাদি পাওয়া যাবে না।

চার নম্বর দফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মূলধনি প্রাপ্তি। এই মূলধনি প্রাপ্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিদেশের কাছ থেকে গ্রহণ করা ঋণ অথবা বিদেশিদের শোধ দেওয়া ঋণ অথবা বিদেশিদের কাছে কোন সম্পত্তি বিক্রি করলে সেই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি। বিদেশিদের কাছ থেকে যদি ঋণ নেওয়া হয় তাহলে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা পেতে পারে। তেমনি বিদেশিদের অতীতে যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল সেই ঋণ যদি বিদেশিরা শোধ করে তাহলেও দেশ বৈদেশিক মুদ্রা পেতে পারে। আবার বিদেশিদের কাছে কোন সম্পত্তি যদি বিক্রি করা হয় তাহলেও দেশ বৈদেশিক মুদ্রা পেতে পারে। এগুলিকে আমরা মূলধনি প্রাপ্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি কারণ এগুলির জন্য দেশের মোট মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। তেমনি আট নম্বর দফার মধ্যে আমরা সেই হিসাবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করছি যেগুলিকে বলা হয় মূলধনি দেনা। এগুলির ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা কমে যাচ্ছে। যেমন বিদেশিদের যদি ঋণ দেওয়া হয় তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা কমে যাবে। আবার অতীতে বিদেশিদের কাছ থেকে যে ঋণ নেওয়া হয়েছিল সেই ঋণ যদি পরিশোধ করা হয় তাহলেও বৈদেশিক মুদ্রা কমে যাবে। অথবা বিদেশিদের কাছ থেকে কোন সম্পত্তি যদি কেনা হয় তাহলেও বৈদেশিক মুদ্রা কমে যাবে। এগুলিকে আমরা মূলধনি দেনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছি কারণ এগুলির ফলে দেশের মূলধনের পরিমাণ কমে আসছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋণের উপর যে সুদ দেওয়া বা নেওয়া হয় সেটি অদৃশ্য আমদানি এবং অদৃশ্য রপ্তানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি ঋণ দেওয়া নেওয়া হয় বা ঋণ শোধ দেওয়া হয় সেটি মূলধনি দেনা এবং মূলধনি পাওনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। তেমনি বিদেশি কোন কোম্পানির শেয়ার কিনতে যে খরচ হবে সেটি আট নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত হবে, বিদেশিদের কাছে কোন দেশীয় কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করলে সেটি চার নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু, শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ দেশের যা আয় হয় বা দেশকে যা দিতে হয় সেটি কিন্তু দু' নম্বর বা ছয় নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এক, দুই, তিন, পাঁচ, ছয়, সাত এই দফাগুলিকে প্রবহমান স্রোতের মত বিষয় (Flow items) হিসাবে ধরা যেতে পারে। এইগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। যেমন রপ্তানি বলতে আমরা বুঝি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যেমন এক বছরের মধ্যে, রপ্তানির মূল্য। তেমন আমদানি বলতেও আমরা বুঝি এক বছরের মধ্যে আমদানির মূল্য। কিন্তু চার নম্বর এবং আট নম্বর দফার প্রকৃতিটি একটু ভিন্ন। এ দুটির মধ্যে সেই সমস্ত দেনা ও পাওনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার ফলে দেশের মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং চার নম্বর এবং আট নম্বর এ দুটিকে প্রবাহ হিসাবে না ভেবে এগুলিকে ভাণ্ডার (Stock) হিসাবে ভাবতে হবে। দেশের মূলধনের ভাণ্ডার এক বছরের মধ্যে কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে সেটি জানা যাবে চার নম্বর এবং আট নম্বর দফা থেকে। যখন বছর শুরু হল তখন দেশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের ভাণ্ডার থাকে। এই মূলধনের মধ্যে জমি, বাড়ি ঘর, যন্ত্রপাতি, জাহাজ, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি সমস্ত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখন যদি এই মূলধনের একটি অংশ দেশ বিক্রি করে দেয় তাহলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমে আসবে এবং এই লেনদেনটি চার নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত হবে। তেমনি দেশ যদি নতুন মূলধনের ভাণ্ডার সংগ্রহ করে তাহলে সেটি আট নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত হবে।

লেনদেন ব্যালান্সের যে হিসাবটি আমরা উপরে প্রকাশ করেছি তার দুটি প্রধান খাত আছে। একটিকে বলা হয় বাণিজ্য দফা (Trade items) এবং অপরটিকে বলা হয় হস্তান্তর দফা (Transfer items)। বাণিজ্য দফার অন্তর্গত লেনদেনগুলি হল যাবতীয় দ্রব্য এবং সেবাকার্যাদির রপ্তানি এবং আমদানি। অর্থাৎ এক নম্বর, দু'নম্বর, পাঁচ নম্বর, এবং ছয় নম্বর দফা একত্রে হল বাণিজ্য দফা। তালিকার অবশিষ্ট দফাগুলি অর্থাৎ তিন নম্বর, চার নম্বর, সাত নম্বর ও আট নম্বর দফা নিয়ে গঠিত হয় হস্তান্তর দফা। এই হস্তান্তর দফাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি প্রতিদানহীন হস্তান্তর বা একতরফা হস্তান্তর এবং অপরটি মূলধনি হস্তান্তর। তিন নম্বর এবং সাত নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত লেনদেনগুলি একতরফা হস্তান্তরের হিসাব। অন্যদিকে চার নম্বর এবং আট নম্বর দফার অন্তর্ভুক্ত লেনদেন নিয়ে গঠিত হয় মূলধনি হস্তান্তরের হিসাব।

12.11. বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, চলতি খাতে উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্ত (Balance of Trade, Balance of Current Account and Balance of Payment)

লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাবকে আমরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমত, দৃশ্য রপ্তানি এবং দৃশ্য আমদানি অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানি এবং দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি এই দুটি দফাকে গ্রহণ করে তাদের পার্থক্য আমরা বের করতে পারি। এই পার্থক্যকে বলা হয় বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Balance of trade)। দৃশ্য রপ্তানি এবং দৃশ্য আমদানি পরস্পর সমান নাও হতে পারে। যদি দেশ বেশি রপ্তানি এবং কম আমদানি করে থাকে তাহলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হবে ধনাত্মক এবং যদি দেশ বেশি আমদানি ও কম রপ্তানি করে থাকে তাহলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হবে ঋণাত্মক। দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানির মূল্য সমান হলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হবে শূন্য। অনুরূপভাবে অদৃশ্য রপ্তানি এবং অদৃশ্য আমদানির মূল্যের পার্থক্য বা সেবামূলক কার্যাদির রপ্তানির এবং সেবামূলক কার্যাদির আমদানির মূল্যের পার্থক্যকে বলা হয় সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত (Balance of services)। দু নম্বর এবং ছয় নম্বর দফার বিয়োগফলকে বলা হয় সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত। যদি অদৃশ্য রপ্তানি অদৃশ্য আমদানি অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত হয় ধনাত্মক। আর যদি অদৃশ্য আমদানি অদৃশ্য রপ্তানি অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত হয় ঋণাত্মক। তেমনি প্রতিদানহীন পাওনা এবং প্রতিদানহীন দেনার বা একতরফা পাওনা এবং একতরফা দেনার যে পার্থক্য তাকে বলা হয় একতরফা দেনা ও পাওনার উদ্বৃত্ত (Balance of unilateral transfers বা, Balance of unrequited transfers)। যদি একতরফা দেনা একতরফা পাওনা অপেক্ষা কম হয় তাহলে প্রতিদানহীন দেনা পাওনার উদ্বৃত্ত হয় ধনাত্মক। অন্যদিকে যদি প্রতিদানহীন দেনার পরিমাণ প্রতিদানহীন পাওনা অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে একতরফা দেনা পাওনার উদ্বৃত্ত হয় ঋণাত্মক। এক, দুই, তিন এই তিনটি দফার যোগফল থেকে যদি আমরা পাঁচ, ছয়, সাত, এই তিনটি দফার যোগফলকে বিয়োগ করি তাহলে আমরা যা পাই তাকে বলা হয় চলতি খাতে উদ্বৃত্ত (Balance of Current Account)। অন্যদিকে মূলধনি খাতে পাওনা এবং দেনার মধ্যে যে পার্থক্য তাকে বলা হয় মূলধনি খাতের উদ্বৃত্ত (Balance of Capital Account)। আমাদের উপরের সারণিতে চার নম্বর এবং আট নম্বর দফার যে পার্থক্য তাকেই আমরা মূলধনি খাতে উদ্বৃত্ত বলতে পারি। চলতি খাতের উদ্বৃত্তের মতো মূলধনি খাতের উদ্বৃত্তও ধনাত্মক, ঋণাত্মক এবং শূন্য হতে পারে। যদি মূলধনি পাওয়ার পরিমাণ মূলধনি দেনার থেকে বেশি হয় তাহলে মূলধনি খাতের উদ্বৃত্ত হবে ধনাত্মক। অন্যদিকে যদি মূলধনি পাওনার পরিমাণ মূলধনি দেনার থেকে কম হয় তাহলে মূলধনি খাতের উদ্বৃত্ত হবে ঋণাত্মক। মূলধনি দেনা ও পাওনা পরস্পর সমান হলে মূলধনি খাতের উদ্বৃত্ত হবে শূন্য। চলতি খাতের উদ্বৃত্ত এবং মূলধনি খাতের উদ্বৃত্ত যোগ করলেই আমরা পাব লেনদেনের উদ্বৃত্ত (Balance of payments)। উপরের কাল্পনিক সারণিতে এই তিন প্রকার উদ্বৃত্তের পরিমাণ কত হবে তা নীচের সারণিতে দেখানো হল।

সারণী-2

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, চলতি খাতে উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্ত

(1) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (1 নং এবং 5 নং দফা)	= 500 – 600 = – 100
(2) সেবামূলক কাজের উদ্বৃত্ত (2 নং এবং 6 নং দফা)	= 200 – 100 = 100
(3) একতরফা দেনা পাওনার উদ্বৃত্ত (3 এবং 7 নং দফা)	= 100 – 200 = – 100
	= 800 – 900 = – 100
(4) চলতি খাতে উদ্বৃত্ত [{(1) + (2) + 3} – {(5) + (6) + (7)}]	= 400 – 300 = 100
(5) মূলধনি খাতে উদ্বৃত্ত (4 এবং 8 নং দফা)	= 1200 – 1200 = 0
(6) লেনদেনের উদ্বৃত্ত [{(1) + (2) + (3) + (4)} – {(5) + (6) + (7) + (8)}]	

কোন দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেনদেনের উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। দৃশ্য রপ্তানি এবং দৃশ্য আমদানির মধ্যে পার্থক্যকে বলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। আমাদের কাল্পনিক উদাহরণে দৃশ্য রপ্তানি 500, কিন্তু দৃশ্য আমদানি 600। কাজেই বাণিজ্য উদ্বৃত্ত = 500 – 600 = – 100। অন্যদিকে লেনদেনের উদ্বৃত্ত বলতে দেশের মোট পাওনা এবং মোট দেনার মধ্যে পার্থক্যকে বোঝায়। লেনদেনের উদ্বৃত্ত সকল সময়েই শূন্য হয় (Balance of payments always balances)। আমাদের কাল্পনিক উদাহরণেও লেনদেন ব্যালান্সের উদ্বৃত্ত '0' হয়েছে। সকল সময়েই কেন এরকম হয়ে থাকে সেটিকে এখন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

12.12 | লেনদেন ব্যালান্সে সমতা (Equality in the Balance of Payments)

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এই হিসাবের মোট পাওনা এবং মোট দেনা সকল সময়েই সমান হয়ে থাকে। কেন এই রকম হয়ে থাকে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা হিসাব রক্ষা করার দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double entry system of accounting) টি ব্যাখ্যা করতে পারি। দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনই দু'দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি দিককে বলা হয় গ্রহীতার দিক (Debit side) এবং আর একটি দিককে বলা হয় দাতার দিক (Credit side)। যখনই কোন লেনদেন সংঘটিত হয় তখনই দুই পক্ষের প্রয়োজন-গ্রহীতা ও দাতা। হিসাবের বইতে সেই দুটি পক্ষই লিপিবদ্ধ করতে হয়। সুতরাং প্রতিটি debit এর জন্য একটি করে credit entry হয়। আবার প্রতিটি credit এর জন্য একটি করে debit entry হয়। এটাই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি বা double entry system-এর মূল কথা।

হিসাবশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী যখন কোন লেনদেনের ফলে সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস পায় (decrease in assets) বা দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (increase in liabilities) তখন সেটি পাওনার দিকে (credit side-এ) একটি দফা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে দেনার দিকে কোন দফা সম্পত্তির বৃদ্ধি বা দায় হ্রাসকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক ভারতের কোন ব্যক্তি কিছু পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করল। এর ফলে ঐ ব্যক্তি ঐ পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য হারালো। এটি একটি সম্পত্তি হ্রাসের সঙ্গে সমতুল্য। কাজেই যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করা হল সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ঐ ব্যক্তির credit side-এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে সমস্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করে তার অর্থ মূল্য লেনদেন ব্যালান্সের হিসাবে credit side-এ একটি দফা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আবার এই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করার ফলে ঐ ব্যক্তি বিদেশের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা পাবে। সেটি লেনদেন হিসাবের debit side-এ একটি দফা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ধরা যাক কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করল সেই পরিমাণ অর্থ বিদেশ থেকে পেল। তাহলে সেই অর্থ ঐ ব্যক্তির এ্যাকাউন্টে জমা হবে এবং এটি একটি debit entry হিসাবে দেখানো হবে। এইভাবে প্রতিটি credit entryর সাথে একটি করে debit entry আছে। আবার প্রতিটি debit entryর সাথেও একটি করে credit entry আছে।

ধরা যাক দেশ কিছু পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করেছে ; এতে দেশের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে গেল। এটি debit এর দিকে একটি entry। আবার এই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করার জন্য দেশকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হল সেটি দেশের সম্পত্তি কমিয়ে দিচ্ছে অথবা দেশের দায় (liability) বাড়িয়ে তুলছে। সুতরাং সমপরিমাণ অর্থ credit side এও অন্তর্ভুক্ত হলো। এইভাবে যদি আমরা বিচার করি তাহলে আমরা দেখছি যে প্রতিটি লেনদেনই বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে দুটি জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হয়। একদিকে এটি debit side এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অন্যদিকে এটি credit side এও অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং debit side-এর দফাগুলির যোগফল এবং credit side এর দফাগুলির যোগফল অবশ্যই সমান হবে। এটি দুই তরফা দাখিলা

তত্ত্বের একটি ফলশ্রুতি এবং এই দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যই লেনদেন উদ্বৃত্তের মোট পাওনা এবং মোট দেনা সকল সময়েই সমান হয়ে থাকে। এই ঘটনাটিকেই বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে সকল সময়েই সমতা রয়েছে (Balance of payments always balances)।

উপরে যে তত্ত্বের কথা বলা হল বাস্তবে অবশ্য এই তত্ত্বটি অনুসরণ করার একটু অসুবিধা আছে। যেমন ধরা যাক ভারতের কোন ব্যবসায়ী বিদেশে দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করছে। রপ্তানি করার সময় কী পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি হল তার হিসাব শুল্ক কর্তৃপক্ষ পেলেন। কিন্তু কীভাবে এই রপ্তানির মূল্য দেওয়া হল তার কোন হিসাব শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে থাকছে না। কাজেই ভারতের ব্যবসায়ী যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করল সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য মোট সম্পত্তির মূল্য থেকে কমে গেল বলে এটিকে credit item হিসাবে লেনদেন ব্যালান্সে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এখন ধরা যাক ব্যবসায়ী যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করেছে তার মূল্য ব্যবসায়ীটি পেয়েছে ব্যাঙ্কের আমানতের মাধ্যমে। বিদেশি ব্যবসায়ী যারা এই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী কিনেছে তারা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই মূল্য পাঠিয়েছে এবং সেই পরিমাণ অর্থ রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীর হিসাবে জমা পড়েছে। এখানে এই হিসাবটি ব্যাঙ্কের হিসাব বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যেহেতু ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বেড়ে যাচ্ছে সেজন্য এটি debit entry হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে যদিও প্রতিটি লেনদেনের দুটি করে পক্ষ রয়েছে কিন্তু দুটি পক্ষকে পাশাপাশি প্রকাশ না করে আমরা প্রতিটি পক্ষকে এক একটি আলাদা লেনদেন হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। এই হিসাবে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি হল সেটি credit entry হিসাবে আবার যে পরিমাণ অর্থ বিদেশ থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এল সেটি debit entry হিসাবে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি credit entryর সঙ্গেই একটি করে সমমূল্যের debit entry আছে, সুতরাং credit entry গুলির যোগফল এবং debit entry গুলির যোগফল অবশ্যই সমান হবে। এইজন্যই আমরা বলে থাকি যে লেনদেন উদ্বৃত্তে সকল সময়েই সমতা বজায় থাকবে।

আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। সেটি হল যে, সমগ্র লেনদেনের হিসাবটিকে আমরা কয়েকটি বিশেষ খাতে ভাগ করতে পারি। যেমন আমরা দেখেছি যে লেনদেনের হিসাবটিকে আমরা চলতি খাতের হিসাব এবং মূলধনি খাতের হিসাব এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এই দুটি খাতের মোট দেনা এবং মোট পাওনা যে আলাদা আলাদা ভাবে সমান হবে তার কোন কথা নেই। তবে চলতি খাত এবং মূলধনি খাত মিলিতভাবে মোট দেনা এবং মোট পাওনা সকল সময়েই অবশ্যই সমান হবে। চলতি খাতে যদি পাওনা বেশি দেনা কম হয় তাহলে মূলধনি খাতে পাওনা কম এবং দেনা বেশি হবে। আবার তার উল্টোটাও সত্যি। এইভাবে চলতি খাত এবং মূলধনি খাতের মোট দেনা এবং মোট পাওনা মিলিতভাবে অবশ্যই সমান হবে।

লেনদেনের উদ্বৃত্তে সব সময়ে সমতা থাকার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত আয় এবং ব্যয় সকল সময়েই সমান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি হচ্ছে না। বস্তুতপক্ষে কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব থেকে বলা মুশকিল যে সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত আছে কিনা। আমরা পরে দেখব যে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত যাই থাক না কেন, লেনদেন ব্যালান্সে সমতা সকল সময়েই বজায় থাকবে। কাজেই লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত আছে কিনা সেটি সরাসরি জানা সম্ভব নয়। এই লেনদেনের হিসাব একটি অতীতকালে যা ঘটে গেছে সেই সম্পর্কিত হিসাব (*Ex-post* statement)। এই হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাই যে বিগত সময়ে দেশ কোন্ কোন্ উৎস থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছে এবং কোন্ কোন্ কাজে এই প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলিই রয়েছে লেনদেন ব্যালান্সের credit sideএ। আবার যে বিভিন্ন কাজে এই বৈদেশিক মুদ্রাকে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিই আছে debit sideএ। যেহেতু বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ এবং বিভিন্ন ব্যবহারে নিযুক্ত হওয়া বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ পৃথক হতে পারে না, সেজন্যই লেনদেন ব্যালান্সে সব সময়েই সমতা থাকে। এই সমতা একটি অভেদ (identity) মাত্র। এটি দুই তরফা হিসাব দাখিলা

পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলশ্রুতি মাত্র। এর কোন অর্থনৈতিক তাৎপর্য নেই বা এটি কোন ভারসাম্য শর্তকে প্রকাশ করে না।

12.13 লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য (Equilibrium in the Balance of Payments)

আমরা জানি যে, কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব থেকে বোঝা যাবে না যে সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হচ্ছে না উদ্বৃত্ত হচ্ছে। কারণ বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সের হিসাবটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এই হিসাবের মোট দেনা এবং মোট পাওনা সকল সময়েই সমান হয়ে থাকে। সেজন্য বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্য কখন আসবে সেটি জানা যায় না। বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সে ভারসাম্য আছে কিনা সেটি জানার জন্য বৈদেশিক লেনদেনগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। কতকগুলি লেনদেনকে বলা হয় **স্বয়ম্ভূত লেনদেন** (Autonomous transactions) এবং কতকগুলি লেনদেনকে বলা হয় **সমন্বয় বিধানকারী বা সমতা আনয়নকারী বা উদ্ভূত লেনদেন** (Accommodating or Induced transactions)। এই দুই প্রকার লেনদেনের মধ্যে পার্থক্যটি ভালো ভাবে বোঝা দরকার। স্বয়ম্ভূত লেনদেন বলতে আমরা সেই লেনদেনগুলিকেই বুঝি যেগুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ইউনিট স্বেচ্ছায় এবং স্বতস্ফূর্তভাবে করে থাকে। যেমন দেশের মধ্যে কোন একটি ফার্ম ঠিক করল কিছু পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করবে। আবার অপর একটি ফার্ম ঠিক করল কিছু পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করবে। তেমনি কোন ব্যক্তি ঠিক করলেন তিনি বিদেশে তাঁর আত্মীয়কে কিছু দান করবেন। এই যে বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ইউনিট স্বাধীনভাবে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করছে এই ধরনের লেনদেনকে আমরা স্বয়ম্ভূত লেনদেন বলতে পারি। স্বয়ম্ভূত লেনদেনের ফলে উদ্ভূত পাওনাকে স্বয়ম্ভূত পাওনা (Autonomous credit) এবং স্বয়ম্ভূত লেনদেনের ফলে উদ্ভূত দেনাকে স্বয়ম্ভূত দেনা (Autonomous debit) বলা হয়।

অন্যদিকে সমন্বয় বিধানকারী বা উদ্ভূত লেনদেন হল সেই ধরনের লেনদেন যেটি স্বয়ম্ভূত লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই ঘটে থাকে। যেমন ধরা যাক কোন একটি দেশে স্বয়ম্ভূত লেনদেন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে দেখা গেল যে বিদেশ থেকে ঐ দেশের যে পরিমাণ পাওনা হচ্ছে বিদেশকে তার থেকে বেশি দিতে হবে। এখন এই বাড়তিটা দেওয়া হবে দেশের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে অথবা দেশের সঞ্চিত সোনার তহবিল থেকে অথবা এটি বিদেশীদের কাছে ধার হিসাবে থাকবে পরে শোধ দেওয়ার জন্য। এই ধরনের লেনদেনকে উদ্ভূত লেনদেন বা সমন্বয় সাধনকারী লেনদেন বলা হয়ে থাকে। যদি স্বয়ম্ভূত দেনা এবং স্বয়ম্ভূত পাওনা পরস্পর সমান হত তাহলে এই ধরনের উদ্ভূত লেনদেন দেখা দিত না। স্বয়ম্ভূত লেনদেন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যই এই ধরনের উদ্ভূত লেনদেন বা সমন্বয় সাধনকারী লেনদেন ঘটে থাকে। যদি আমরা সমস্ত প্রকারের লেনদেনকে ধরি অর্থাৎ যদি স্বয়ম্ভূত এবং সমন্বয় সাধনকারী লেনদেন উভয়কেই আমরা ধরে থাকি তাহলে কোন দেশের মোট দেনা এবং মোট পাওনা সকল সময়ে অবশ্যই সমান হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আছে কিনা সেটি জানার জন্য আমাদের শুধুমাত্র স্বয়ম্ভূত লেনদেনগুলিকেই ধরতে হবে। যদি স্বয়ম্ভূত লেনদেন থেকে উদ্ভূত পাওনা এবং স্বয়ম্ভূত লেনদেন থেকে উদ্ভূত দেনা পরস্পর সমান হয় তাহলেই বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রয়েছে। স্বয়ম্ভূত পাওনা যদি স্বয়ম্ভূত দেনা থেকে বেশি হয় তাহলে লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত হবে এবং স্বয়ম্ভূত দেনা যদি স্বয়ম্ভূত পাওনা থেকে বেশি হয় তাহলে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি হবে। লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি আছে কিনা জানতে হলে সেজন্য শুধুমাত্র স্বয়ম্ভূত লেনদেনগুলিকেই ধরা দরকার। স্বয়ম্ভূত লেনদেনগুলিকে এবং সমতা বিধানকারী লেনদেনগুলিকে আলাদাভাবে নীচের সারণিতে দেখানো হল।

সারণি—3

স্বয়ম্ভূত ও উদ্ভূত লেনদেন

পাওনা			দেনা		
(1) স্বয়ম্ভূত পাওনা		1000	(1) স্বয়ম্ভূত দেনা		1200
(a) স্বয়ম্ভূত দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানি	700		(a) স্বয়ম্ভূত দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানি	700	
(b) স্বয়ম্ভূত হস্তান্তর পাওনা	100		(b) স্বয়ম্ভূত হস্তান্তর দেনা	200	
(c) স্বয়ম্ভূত মূলধনি পাওনা	200		(c) স্বয়ম্ভূত মূলধনি দেনা	300	
(2) উদ্ভূত মূলধনি পাওনা		200	(2) উদ্ভূত মূলধনি দেনা		0
মোট পাওনা		1200	মোট দেনা		1200

উপরের (3) নং সারণিটি পূর্বের (1) নং সারণি থেকে বের করা হয়েছে। এই সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বয়ম্ভূত রপ্তানির পরিমাণ হল 700, স্বয়ম্ভূত হস্তান্তর পাওনা হল 100 এবং স্বয়ম্ভূত মূলধনি পাওনা হল 200। পূর্বের উদাহরণে (1 নং সারণিতে) আমরা মোট মূলধনি পাওনা 400 ধরেছিলাম। তার মধ্যে ধরা হচ্ছে যে 200 হল স্বয়ম্ভূত মূলধনি পাওনা।

এই স্বয়ম্ভূত মূলধনি পাওনা নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন বিদেশীরা যদি কোন দেশীয় কোম্পানির শেয়ার কেনে অথবা অতীতে নেওয়া ঋণ যদি বিদেশীরা শোধ করে তবে এগুলি হবে স্বয়ম্ভূত মূলধনি পাওনার উদাহরণ। এই ধরনের স্বয়ম্ভূত মূলধনি পাওনার বৈশিষ্ট্য হল যে লেনদেন ব্যালান্সের অন্য দফাগুলির উপর এটি নির্ভর করে না। এই ধরনের পাওনার সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবেই নেওয়া হয়ে থাকে।

তাহলে পাওনার দিকে দেশের মোট স্বয়ম্ভূত পাওনা 1000। এবার দেনার দিকটি দেখা যাক। ধরা যাক স্বয়ম্ভূত দৃশ্য এবং অদৃশ্য আমদানি 700, স্বয়ম্ভূত হস্তান্তর দেনা 200 এবং ধরা যাক স্বয়ম্ভূত মূলধনি দেনা 300। তাহলে দেনার দিকে মোট স্বয়ম্ভূত দেনা 1200। এখন যদি আমরা স্বয়ম্ভূত পাওনা এবং স্বয়ম্ভূত দেনা এই দুটিকে তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে স্বয়ম্ভূত পাওনা 1000 কিন্তু স্বয়ম্ভূত দেনা 1200। এদের মধ্যে যে পার্থক্য এটাই লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতির পরিমাণ। এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে পাওনার দিকে উদ্ভূত মূলধনি পাওনা নামক দফাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। পাওনার দিকে উদ্ভূত মূলধনি পাওনা 200 অন্তর্ভুক্ত করলে মোট পাওনা এবং মোট দেনা উভয়ই 1200 হয় এবং পাওনা ও দেনার মধ্যে সমতা আসে।

লেনদেন ব্যালান্সে সমতা বলতে আমরা স্বয়ম্ভূত এবং উদ্ভূত উভয় প্রকার পাওনার সমষ্টি এবং উভয় প্রকার দেনার সমষ্টির সমতাকেই বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য বা ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত যখন আমরা বিচার করি তখন আমরা কেবলমাত্র স্বয়ম্ভূত পাওনা এবং স্বয়ম্ভূত দেনা এই দুটিকেই ধরে থাকি। যদি স্বয়ম্ভূত পাওনা এবং স্বয়ম্ভূত দেনা পরস্পর সমান হয় তাহলে বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রয়েছে। স্বয়ম্ভূত পাওনা যদি স্বয়ম্ভূত দেনা থেকে বেশি হয় তাহলে বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে যদি স্বয়ম্ভূত পাওনা স্বয়ম্ভূত দেনার থেকে কম হয় তাহলে বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি রয়েছে। লেনদেন ব্যালান্সে যখন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি থাকে তখন সেই উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি মেটানোর জন্য উদ্ভূত লেনদেনের আবির্ভাব ঘটে এবং এই উদ্ভূত লেনদেনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেই লেনদেন ব্যালান্সের সমতা বজায় রাখা হয়। যদি লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য থাকত তাহলে এই ধরনের উদ্ভূত লেনদেন সংঘটিত হত না। লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যহীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত লেনদেনগুলি দেখা দেয় বলেই এদের উদ্ভূত লেনদেন বা সমতা আনয়নকারী লেনদেন বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের উদ্ভূত লেনদেনের সাহায্যেই আমরা লেনদেন ব্যালান্সে মোট পাওনা এবং মোট দেনার মধ্যে সমতা বজায় রাখি।